Aam: *Mangifera indica* L.; Family- Anacardiaceae

The Mango tree, which originated somewhere in India or Burma (Myanmar), is botanically known as *Mangifera indica* and belongs to the family Anacardiaceae. It is a very popular fruit tree, known as "Aam" in Bengali. Mango holds significant mythological and cultural importance in Hinduism and Buddhism, where it is often associated with love, fertility, and prosperity. The fruit itself is considered a symbol of abundance and good fortune. On the origin of it a story tells of Surya's (the Sun God's) daughter, who, pursued by an enchantress, transformed into a lotus and was later burned, from which ashes a mango tree grew. In Vedic mythology, mangoes appear as a symbol of love, and Kama, the God of Love, is said to have laced his arrows with mango blossoms. The inflorescence is offered to Saraswati, Goddess of learning, during worship. The tree is also associated with the goddesses Lakshmi (fortune) and Durga (power). Because of its sacred status, it is often considered a SthalaVriksham (Temple tree) and planted near temples. In Buddhism, it is stated that the Buddha was offered a mango grove to rest in, thereafter referred to as Buddha's Grove. Mango leaves and twigs are used to decorate the "Purna Kumbha" (a pot filled with water) during religious festivals, symbolizing the vibrancy of life and protecting the ceremonial site from evil. Mango leaves knotted with a thread are used as a boundary surrounding the festive places to protect the places from evil. The mango is very famous throughout the world for its taste and flavour. Although it grows in nature, but mostly cultivated in orchards. There are over 1,000 varieties and cultivars. A few of the most prized and commercially famous cultivars from India include Alphonso, Himsagar, Gulab Khas, Kishan Bhog, Langra, Chausa, Totapuri, Fazli, Dashehari, and Bombay Green, etc.

আম গাছ, যা ভারত বা বার্মা (মায়ানমার) থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, উদ্ভিদবিদ্যায় এটি ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা নামে পরিচিত এবং এ্যানাকার্ডিয়াসী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এটি খুবই জনপ্রিয় একটি ফলের গাছ। হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মে আমের উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে, যেখানে এটি প্রায়শই প্রেম, উর্বরতা এবং সাফল্য বা সিদ্ধিলাভের সাথে যুক্ত। ফলটিকে নিজেই প্রাচুর্য এবং সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটির উৎপত্তিগত গল্পে সূর্য দেবতারকন্যার কথা বলা হয়েছে, যাকে একজন জাদুকরী তাড়া করে পদ্মে রূপান্তরিত করে এবং পরে তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, এবং সেই ছাই থেকেই একটি আম গাছের জন্ম হয়। বৈদিক পুরাণে, আম প্রেমের প্রতীক হিসাবে দেখা যায় এবং প্রেমের দেবতা কাম তার তীরগুলিতে আমের মুকুল লাগিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজায় আমের মুকুল উপাছার হিসেবে দেওয়া হয়। গাছটি দেবী লক্ষ্মী (ভাগ্য) এবং দুর্গার (শক্তি) সাথেও যুক্ত। এর পবিত্র মর্যাদার কারণে, এটি প্রায়শই স্থলবৃক্ষ (মন্দির গাছ) হিসাবে বিবেচিত হয় এবং মন্দিরের কাছে রোপণ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে, বলা হয়েছে যে বুদ্ধকে বিশ্রামের জন্য একটি আমের বাগিচা দেওয়া হয়েছিল,

তারপরে এটি বুদ্ধের বাগান হিসাবে পরিচিত। ধর্মীয় উৎসবগুলিতে "পূর্ণ কুম্ভ" (জলে ভরা একটি পাত্র) সাজানোর জন্য আমের পাতা এবং আম শাখা ব্যবহার করা হয়, যা জীবনের প্রাণবন্ততা এবং আনুষ্ঠানিক স্থানকে মন্দ অনিষ্টকারী ও অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার প্রতীক। এছাড়াও পূজার্চনা স্থানকে ঘিরে আম্পাতা যুক্ত দড়ির বেষ্টনী অশুভ দৃষ্টি থেকে রখার প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আম তার স্বাদ এবং গন্ধের জন্য বিশ্বজুড়ে খুব বিখ্যাত। যদিও এটি প্রাকৃতিকতে জন্মায়, তবে এটি বেশিরভাগই বাগানে রোপন করা হয়। আমের ১০০০ টিরও বেশি কৃষিজ জাত এবং জাত রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান এবং বাণিজ্যিকভাবে বিখ্যাত কয়েকটি কৃষিজ জাত হল আলফানসো, হিমসাগর, গোলাপ খাস, কিষাণ ভোগ, ল্যাংড়া, চৌসা, তোতাপুরী, ফজলি, দশেহরি এবং বোম্বে গ্রিন, ইত্যাদি।